পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দাওয়াত

ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী
প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সবুজপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। যিনি মানুষকে হেদায়াতের জন্য দান করেছেন, জীবনবিধান আল কুরআন। দরূদ ও সালাম সেই মহান নবীর উপর, যিনি সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দা'ই বা আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারী হিসেবে অভিহিত। অতঃপর তাঁদের উপর সালাম ও দু'আ, যাঁরা যুগে যুগে আল্লাহর দীনের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং যাঁরা কিয়ামত অবধি তা করবেন।

আল কুরআনের ভাষ্যমতে, 'সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা এ সৃষ্টিজগৎকে এমনিতেই সৃষ্টি করেননি; বরং এর পেছনে রয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য' (সূরা ২১; আম্বিয়া ১৬)। আর তা হলো, একমাত্র তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করা। অতঃপর সে উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্টিজগতের মাঝেই এক নিপুণ পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেছেন জিন ও মানবজাতিকে (সূরা ৫১; যারিয়াত ৫৬-৫৭)। আর তাদেরকে তিনি দিয়েছেন ইচ্ছার স্বাধীনতা। এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাঁর ইবাদাত করে আর কে তা অস্বীকার করে; কে তাঁর আনুগত্য করে তাঁর দেওয়া শরী'আত মেনে চলে আর কে তা অমান্য করে। যে তাঁর আদেশ মেনে চলবে, সে পুরস্কৃত হবে, আর যে তা অমান্য করবে, সে পাবে কঠিন শাস্তি। তবে তিনি মানবজাতিকে শুধু সৃজন করেই ছেড়ে দেননি; বরং ভালো-মন্দ বোঝার জন্য, তাদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল এবং হাদী। যেনো মানুষ এ অভিযোগ না করে বসে যে, তাদেরকে সতর্ক করা হয়নি বা তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো হয়নি। আল কুরআনে এসেছে,

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

"রাসূলগণকে সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিলো, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে।" (সূরা ৪; নিসা ১৬৫)

আর আল্লাহ তাআলার সে ইচ্ছা ও ন্যায়ভিত্তিক হেদায়াত প্রক্রিয়ায় তাঁর হেদায়াতের বাণী নিয়ে তাঁরা দাওয়াতী কার্যক্রমের আঞ্জাম দিয়েছেন।

তাঁদের দাওয়াতের মূল কথা ছিলো, 'আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসেবে মেনে নাও; আল্লাহর আনুগত্যকারী তথা প্রকৃত মুসলিম হয়ে যাও। আর সে অনুসারেই তোমাদের জীবন পরিচালিত করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এভাবে পরকালে সফলতা লাভ করো আর আল্লাহদ্রোহী সকল নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করো।'

কুরআনুল কারীমে বলা হয়,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

"আল্লাহর ইবাদত করো, তাগূত (আল্লাহদ্রোহী)-কে বর্জন করো, এ নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।" (সূরা ১৬: নাহল ৩৬)

বিভিন্ন যুগে ও সমাজে নাম জানা-অজানা অসংখ্য নবী-রাসূল ঐ দাওয়াত নিয়ে আগমন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ﴾

"হে নবী! আমি তো তোমাকে সত্য দাওয়াতসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যাদের নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।" (সূরা ৩৫; ফাতির ২৪)

এ কাফেলায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে আগমনকারীগণের মধ্যে হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, লূত, ইয়া'কূব, ইউসুফ, মূসা, হারূন, দাউদ, সুলায়মান, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা আলাইহিস সালাম প্রমুখ অন্যতম। আল্লাহ তাআলা এ নবী-রাসূলগণকে হেদায়াত দান করেছেন। তন্মধ্যে দাওয়াতের ক্ষেত্রেও হেদায়াত ছিলো, যার অনুসরণ করতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি তাঁর অনুসারীদেরকেও নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾

"এরা ঐসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের অনুসরণ করুন।" (সূরা ৬; আন'আম ৯০)

এ ছাড়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন নবীগণ। গবেষণায় যাচাই-বাছাইয়ে দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতার বিকাশে তাঁদের অবদানই বেশি। যুগে যুগে প্রেরিত ঐ নবীগণের সুন্নত হলো দাওয়াত দান। তাঁরা নিজেরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ, তাঁদের

দাওয়াতী কার্যক্রমও ছিলো শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তাই তাঁদের দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে জানা থাকলে সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হবে।

উল্লেখ্য, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই জীবনী ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও নাসারাদের প্রন্থাবলিতে প্রচুর বিকৃতি ও সংযোজন-বিয়োজন হওয়ার কারণে সেগুলোর উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। তবে নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে যতোটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, তা দা'ঈগণ নির্দ্ধিধায় অনুসরণ করতে পারেন। এছাড়া পূর্ববর্তী নবীগণের কার্যধারা থেকে যতোটুকু আমাদের জন্য প্রযোজ্য ও প্রয়োজন, সম্ভবত ততোটুকুই কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভর করে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্তমান গ্রন্থটি রচিত।

বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে আর কোনো বই প্রকাশি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ ভাষায় পাঠকবর্গের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হলে এবং দাওয়াতী কাজে দা'ঈগণ এর মাধ্যমে উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে 'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'-এর স্বত্বাধিকারী ভাই মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন এবং বাংলা কম্পোজে ভাই মাকসুদুল আলম ও আরবী কম্পোজে ভাই মোহাম্মদ আবু ইউসুফ যে শ্রম দিয়েছেন, আন্তরিকতা দেখিয়েছেন, সে জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এছাড়া গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির মুদ্রণকপি ফ্রেস করা ও অনুলিখনে আমার ছোট বোন অধ্যাপিকা তানজিনা আক্তার আসমা ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আয়েশা রউফ ইমা সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। দু'আ করি, আল্লাহ তাআলা এই খেদমতের জন্য তাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন!

বিনীত

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী

সূচিপত্র

	বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	ইসলামী দাওয়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	নবী ও রাসূল (আ)-গণের নাম ও সংখ্যা	২২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	হযরত আদম (আ)-এর দাওয়াত	২৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	আদম (আ)-পরবর্তী দা'ঈগণের যুগে ইসলামের দাওয়াত ও হযরত ইদরীস (আ)	৩৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	হযরত নূহ (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৩৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	হূদ (আ)-এর দাওয়াত	৪৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ	হযরত সালেহ (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৫৩
অষ্টম পরিচ্ছেদ	হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৫৭
নবম পরিচ্ছেদ	হযরত লূত (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৭১
দশম পরিচ্ছেদ	হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৭৬
একাদশ পরিচ্ছেদ	হযরত ইসহাক (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৭৯
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	হযরত ইয়াকুব (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৮১
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	হযরত ইউসুফ (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৮৪
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	হযরত শো'আইব (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৮৮
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	হযরত আইয়ুব (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৯৩
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ	হযরত যুলকিফল (আ) ও তাঁর দাওয়াত	৯৫
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর দাওয়াত	৯৬
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	হযরত দাউদ (আ) ও তাঁর দাওয়াত	১১৫
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ	হযরত সুলায়মান (আ) ও তাঁর দাওয়াত	১২০
বিংশ পরিচ্ছেদ	হযরত ইলইয়াস (আ) ও তাঁর দাওয়াত	১২৪
একবিংশ পরিচ্ছেদ	হযরত ইয়াসাআ (আ) ও তাঁর দাওয়াত	১২৬
বাইশতম পরিচ্ছেদ	হযরত ইউনুস (আ) ও তাঁর দাওয়াত	১২৭
তেইশতম পরিচ্ছেদ	হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁর দাওয়াত	১২৯
চব্বিশতম পরিচ্ছেদ	হযরত ইয়াহইয়া (আ) ও তাঁর দাওয়াত	১৩০
পঁচিশতম পরিচ্ছেদ	হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর দাওয়াত	১৩১
ছাব্বিশতম পরিচ্ছেদ	নবী-রাসূলগণ (আ)-এর দাওয়াতে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য	১৭৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী দাওয়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দাওয়াতের সংজ্ঞা

দাওয়াত শব্দটি আরবী دَعْوَةٌ (দা'ওয়াতুন) থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ– আহ্বান, নিয়ন্ত্রণ, প্রার্থনা, দু'আ, ডাকা, সাহায্য কামনা, মুকাদ্দামা ইত্যাদি।[১]

দাওয়াতের আরেকটি অর্থ হলো, কাউকে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করা, উৎসাহিত করা, প্ররোচিত করা। যেমন আল কুরআনে এসেছে,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ

"তিনি (অর্থাৎ ইউসুফ) বললেন, হে আমার প্রভু! তারা আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করছে, তার চেয়ে কয়েদখানা আমার জন্য শ্রেয়।" (সূরা ১২; ইউসুফ ৩৩)

পারিভাষিক অর্থে শুধু আহ্বান জানানোকে দাওয়াত বলা হয় না; এর অর্থ আরো ব্যাপক। যে আহ্বানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিগত সব প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই দাওয়াত। আরেকটু গুছিয়ে বলতে গেলে, 'যে আহ্বানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসঞ্জাত উপায়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেওয়া এবং তাদের বাস্তব জীবনে চর্চার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পদ্ধতিগত সব প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই দাওয়াত।"[২]

এখানে স্মর্তব্য, আধুনিক অভিধানগুলোতে ধর্মীয় বা কোনো ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণা অর্থে দাওয়াত শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন- The

---

১. দ্রঃ ইবন মানযুর আল ইফ্রীকী, লিসানুল আরব (বৈরূত : লিত্ তাবাআতি ওয়া নাশারি, ১৯৫৬) ও মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আযহারী, বাংলা একাডেমী 'আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা, ১৯৯৩) ২ খ. পৃ. ১৩০০]

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আন্ওয়ারী, ইসলামী দাওয়াহ পরিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৯) পৃ. ১১৯।

Hanswehr Dictionary of Modern Written Arabic-এ দাওয়াত শব্দটির অর্থে বলা হয়েছে, Missionary activity, Missionary work, Propaganda।[১]

তাই দাওয়াত যেকোনো পথ বা মত কিংবা যেকোনো বিষয়ের প্রতি হতে পারে। যেকোনো বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আর সে বিষয় ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে; কিংবা কল্যাণকর হতে পারে বা ক্ষতিকরও হতে পারে।

আল কুরআনেও দাওয়াত শব্দটির ঐ ধরনের ব্যবহার লক্ষণীয়–

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ

"আর হে আমার স্বজাতির লোকজন! ব্যাপার কী, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দিই মুক্তির দিকে, অথচ তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছ জাহান্নামের দিকে।" (সূরা ৪০; মু'মিন ৪১)

ইসলামী দাওয়াত বা দা'ওয়াহ'র সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থগুলোর আলোকে আরো উল্লেখ্য, ব্যাপকার্থে দা'ওয়াহর পরিচয় তার উদ্দেশ্যনির্ভর। উদ্দেশ্য ভালো হলে ভালো দা'ওয়াহ আর মন্দ হলে মন্দ দা'ওয়াহ। তেমনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি দা'ওয়াহ হলে খ্রিস্টীয় দা'ওয়াহ, সমাজতন্ত্রের দিকে দা'ওয়াহ হলে সমাজতন্ত্রী দা'ওয়াহ– যা তারা প্রচারমাধ্যম, গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তিমত্তা ব্যবহার করে সম্পাদন করে আসছে। বস্তুত, বিশ্বে মানবসমাজে বিভিন্ন রকমের দাওয়াত রয়েছে। কোনোটা সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক ও অবস্থান নির্ণয়ে নিয়োজিত। যথা– খ্রিস্টবাদ, হিন্দুবাদ ইত্যাদি; কোনোটা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে উদ্ভাবিত। যথা– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্রয়েডবাদ ইত্যাদি। আবার কোনোটা বস্তুর সঙ্গে মানুষের এবং বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যস্ত। যেমন– আধুনিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার আহ্বান। কিন্তু উপরিউক্ত সকল সম্পর্ক (তথা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক ইত্যাদি)-কে যথাযথ মূল্যায়ন, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করে যে দাওয়াতী প্রবাহ পরিচালিত, সেটাই হলো ইসলামী দা'ওয়াহ। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক দৃঢ় করে তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য অর্জনে এ সৃষ্টিজগৎ বা প্রকৃতি আবাদ করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানবসমাজকে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার নিমিত্তে যে কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা-ই ইসলামী দা'ওয়াহ।

---

১. The Hanswehr Dictionary of Modern Written Arabic, ed. J. M. Cowan (New, 1976) p. 283.

সুতরাং, সংক্ষেপে ইসলামী জীবনব্যবস্থার দিকে দাওয়াত হলে তাকে বলা হবে ইসলামী দা'ওয়াহ। এখানে ইসলামী দাওয়াতের সংজ্ঞা প্রদানেও মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্নরূপে মন্তব্য রেখেছেন। কারো মতে, এটা ওয়ায-নসীহত। কারো মতে, শুধু তাবলীগ ও মেহনত। কারো মতে, আন্দোলন বা ইকামাতে দীন। কারো মতে, 'আমরু বিল মা'রূফি ওয়ান নাহী 'আনিল্ মুনকার' তথা সৎ ও সুকৃতির আদেশ এবং অসৎ ও দুষ্কৃতিতে বাধা-নিষেধ করা ইত্যাদি। কিন্তু প্রসঙ্গত বলতে গেলে বলা যায়, ইসলামী দা'ওয়াহ বিষয়টির ধারণা আরো ব্যাপক। ওয়ায-নসীহত কিংবা তাবলীগ বা প্রচার-প্রচারণা নতুবা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদির নামে ঐ দা'ওয়াহকে সীমিত করা যথাযথ নয়। তবে এ সবকয়টি কাজই ইসলামী দাওয়াতের আওতাভুক্ত। দা'ওয়াহ বিষয়ে যারা লেখালেখি করেছেন, তাদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা রয়েছে। সংজ্ঞাগুলোতে ইসলামী দা'ওয়াহর এ ধরনের ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়।

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ আহমদ গালূশ ইসলামী দাওয়াতের সংজ্ঞায় স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

اَلدَّعْوَةُ اِلَى الْاِسْلَامِ تعنى الْمُحَاوِلَةِ الْعَمَلِيَّةِ اَوِ الْقَوْلِيَّةِ لِاِمَالَةِ النَّاسِ اِلَيْهِ

"মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার অপর নাম ইসলামী দা'ওয়াহ।"[১]

বাচনিক যথা আলাপ-আলোচনা, ওয়ায-নসীহত, কথোপকথন, বক্তৃতা, দার্‌স, আর কার্যগত যথা– দা'ঈ (বা দাওয়াত দানকারী) কর্তৃক চারিত্রিক তথা আচরণগত নমুনা পেশ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য চর্চা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সমাজ সেবা, সংগঠন, জিহাদ, লেখালেখি ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে অন্যকে পৌছানো বা অনুপ্রাণিত করানো হলো 'দা'ওয়াহ'।

ড. হুসাঈন আল আস্‌সালের ভাষায়,

هِيَ قِيَامُ ذَوِى الْبَصَائِرِ بِحِثِّ النَّاسِ عَلٰى خَيْرٍ وَنَهْيِهِمْ عَنْ كُلِّ شَرٍّ وِفْقَ مَا جَاءَ بِهِ الْاِسْلَامُ تَحْقِيْقًا لِمَنْفَعَتِهِمْ فِىْ عَاجِلِهِمْ وَاَجَلِهِمْ

"মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দীন ইসলাম কর্তৃক আনীত সকল কল্যাণময় বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুঅভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সকল কর্মতৎপরতার নাম ইসলামী দা'ওয়াহ।"[২]

---

১. ড. আহমদ আহমদ গালূশ, আদ্ দাওয়াতুল ইসলামিয়া (কায়রো : দার্‌ল কিতাবিল মিসরী, ১৯৭৮) পৃ. ৯।

২. ড. খলীফা হুসাঈন আল্ আস্‌সাল, মাআলিমুদ্ দাওয়াতিল ইসলামিয়া ফি আহদিহাল্ মাক্কী, (কায়রো: দার্‌ত্ তাবিআতুল মুহাম্মাদিয়া, ১৯৮৮) ১ম. খৃ., পৃ. ১৯।

ড. রউফ শালাবী এতে আরো ব্যাপক ধারণা পেশ করেছেন। তাঁর মতে,

اَلدَّعْوَةُ هِـىَ حَرَكَةُ نَقْلِ الْمُجْتَمِعِ الْاِنْسَانِـىِّ مِنْ حَالَةِ الْكُفْرِ اِلَـى حَالَةِ الْاِيْمَانِ، وَمَنْ حَالَةِ الظُّلْمَةِ اِلَـى حَالَةِ النُّوْرِ، وَمَنْ حَالَةِ الضِّيْقِ اِلَـى حَالَةِ السَّعَةِ فِـى الدُّنْيَا وَلْاَخِرَةِ

'দা'ওয়াহ হলো সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। যার দ্বারা মানবসমাজকে কুফরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা হতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়।[১]

এর মর্ম হলো, এ রূপান্তরিত অবস্থায় অধিবাসীরা তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাস পরিবর্তন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাত তথা গোটা ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করবে। সমগ্র সমাজটি অন্ধকার হতে আলোতে রূপান্তরিত হবে। মানুষ খুঁজে পাবে তাদের জীবন চলার সঠিক পথ। সাথে সাথে বৈষয়িক একক বস্তুবাদিতা থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে ইহ-পারত্রিক জীবনের ব্যাপক উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে কাজ করে উভয় জগতে কল্যাণ লাভ করবে, সাফল্য অর্জন করবে।

ড. শালাবী অন্য স্থানে সে আন্দোলনের দুটি দিকনির্দেশ করেছেন-

১. এর মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা।

২. বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা করা।

তাঁর উক্তিদ্বয় সাধারণ দা'ওয়াহকে কেন্দ্র করে নয়; বরং ইসলামী দা'ওয়াহকে কেন্দ্র করে। 'আন্দোলন' অর্থে দা'ওয়াহ শব্দটির পারিভাষিক দিক দিয়ে একটা ব্যাপকতর ধারণা চলে এসেছে। কারণ, সমাজ পরিবর্তনে মানবজীবনের অবস্থা ও কার্যাদিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শায়খ বাহী খাওলীর মতে, উম্মাহকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তরের নাম দা'ওয়াহ।[২]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বস্তুত যে কোনো দাওয়াতী কার্যক্রমে চারটি উপাদান অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। সেগুলো হলো–

ক. দা'ঈ তথা দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক উদ্যোগ, যিনি বা যাদের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ সম্পাদন করা হবে। তবে এক্ষেত্রে সুঅভিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খ. বিষয়বস্তু বা যেদিকে দাওয়াত দেওয়া হবে।

---

১. ড. রউফ শালাবী, সাইকোলোজিয়াতুর রায় ওয়াদ দাওয়াহ (কুয়েত, দারুল কলম, ১৯৮২) পৃ. ৪৯।

২. বাহী খাওলী, তাযকিরাতুদ দু'আত, পৃ. ৪০।

গ. এমন পদ্ধতি বা পন্থায় দাওয়াত দিতে হবে, যাতে পরিকল্পনা, উপস্থাপন, কৌশলাদি ও যথাযথ মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঘ. মাদ'উ তথা আহূত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে।

এর যেকোনো একটি উপাদান বাদ দেওয়া হলে দাওয়াতী কার্যক্রম সংগঠিত হবে না, যদিও কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যেমন– কোনো ব্যক্তি বিষয়বস্তু লক্ষ করে কারো দাওয়াত ছাড়াই সেটা মেনে নিতে পারে, সরাসরি কোনো দা'ঈ নাও থাকতে পারে, কোনো পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে সেই ব্যক্তিটি যার মাধ্যমে বা যে উপলক্ষে বিষয়বস্তুটি অবগত হলো, সেটাই দা'ঈর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। অন্যদিকে স্বয়ং বিষয়বস্তুকে দা'ঈ বলা যায়। যেমন– ইসলাম। এর অনেক শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়েও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এভাবে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তবে সাধারণ নিয়ম বা ব্যবস্থাগত দিক বিবেচনা করলে উপরিউক্ত চারটি উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে। সুতরাং, যে সংজ্ঞায় উপরিউক্ত উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে তাকেই একটি গ্রহণযোগ্য, পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য সংজ্ঞা বলা যাবে।

এ দৃষ্টিকোণ নিয়ে পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ড. আহমদ আহমদ গালূশ দাওয়াতের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও তার মাধ্যম (যেমন কার্যগত ও বাচনিক হওয়া)-এর উপর জোর দিয়েছেন। এ সংজ্ঞায় দা'ঈ ও মাদ'উর কথা আসেনি।

এমনিভাবে ড. আস্‌সাল স্বীয় সংজ্ঞায় অভিজ্ঞ দা'ঈ, দাওয়াতের বিষয়বস্তু (ইসলামের অনুসৃত জীবন চলার পথ), মাদ'উ বা মানবসমাজ এবং কল্যাণ-অকল্যাণ তথা ফলাফলের উপর জোর দিয়েছেন। আর পদ্ধতির আলোচনায় শুধু উৎসাহিত করার প্রতি ইশারা করেছেন। এতে পদ্ধতির ধরন সীমিত ও অস্পষ্ট বলে মনে হয়।

শায়খ বাহী খাওলী 'উম্মাহ' বলে অস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। কারণ, সেটা কি মুসলিম উম্মাহ, না উম্মতে মুহাম্মদী তথা গোটা মানবসমাজ, তা স্পষ্ট নয়। তবে হ্যাঁ, শায়খ বাহী খাওলীর তুলনায় ড. শালাবী দা'ওয়াহকে আরো স্পষ্টভাবে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের কথা বললেও উভয়ের সংজ্ঞায় মাদ'উ, দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও ফলাফলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, দাওয়াত দিলে সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে। তাই এটা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। কিন্তু এ আন্দোলন কার মাধ্যমে এবং কী পদ্ধতিতে হবে তা ফুটে ওঠেনি, যদিও ড. শালাবীর বক্তব্যে কাজের ধরনের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়। আর তা হলো প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা করা।

তাই ইসলামী দাওয়াতের একটি মোটামুটি সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায় যে, *'যে দা'ওয়াহ কার্যক্রমে সুঅভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসঞ্জাত উপায়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থার দিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেওয়া এবং বাস্তবজীবনে চর্চার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পদ্ধতিগত ও ইসলামী শরীআহসম্মত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই ইসলামী দা'ওয়াহ।"*

ছাব্বিশতম পরিচ্ছেদ

নবী-রাসূলগণ (আ)-এর দাওয়াতে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দাওয়াত আলোচনায় দেখা গেছে, সেগুলো ছিল সুস্পষ্ট পন্থার উপর ভিত্তি করে। সেগুলো সাময়িক আবেগতাড়িত ছিল না যে, দাঈ হঠাৎ করে মনে করেছেন, আর দাওয়াত দিয়ে বসেছেন। পরক্ষণেই এর প্রভাব বা কার্যধারা নিঃশেষ হয়ে যায়নি; বরং তাঁদের দাওয়াত ছিল পরিকল্পনা ও পদ্ধতিভিত্তিক। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের জন্য দিকনির্দেশনা ও অনুমোদন দিয়েছেন সেভাবে সে পরিকল্পনা ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল।

তবে তাঁদের দাওয়াতসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা কঠিন কাজ। কারণ, তাঁদের অনেকের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানা নেই। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াত পদ্ধতি নির্ধারণে আল কুরআনে পূর্ববর্তী দাওয়াতসমূহ থেকে প্রয়োজনমাফিক বিভিন্ন নমুনা পেশ করা হয়েছে মাত্র। আল কুরআনের বাইরে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বা ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে যে পরিমাণ ইতিহাস বিকৃত ও তথ্য বিভ্রাট হয়েছে, তাতে নির্ভর করে কিছু মন্তব্য করা নিরাপদ নয়। তবে আল কুরআনে যা এসেছে তাতে দেখা যায়, ঐসব নবীর দাওয়াতপদ্ধতির কোনো কোনো দিকে সাদৃশ্য রয়েছে, আবার কোনো কোনো দিকে সাদৃশ্য নেই। এ বিষয়টিকে নিয়ে এ দুটি দিকেই আলোচনা করার প্রয়াস চালাব।

নবী-রাসূলগণ (আ)-এর দাওয়াতে সাদৃশ্যসমূহ

আল কুরআনে যেভাবে নবী-রাসূলগণের দাওয়াত বর্ণিত হয়েছে, তাতে তাদের অধিকাংশের দাওয়াতে অনেক দিকে দাওয়াতী সুন্নত বা নিয়ম-নীতি প্রায় এক। এ সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো হলো–

১. রব্বানী উৎস

তাঁদের দাওয়াত পদ্ধতিসমূহ তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদ বা চিন্তাপ্রসূত নয় কিংবা পরিবেশ-পরিস্থিতি সেগুলো জন্ম দেয়নি। কিছু কিছু পদক্ষেপ তাঁদের অবস্থার আলোকে স্থিরিকৃত বটে, কিন্তু সে অবস্থায় কী পদক্ষেপ নিতে হবে, বলে দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ঐশী প্রত্যাদেশে। আল্লাহ

রাব্বুল আলামীনই সেসব দাওয়াতী দিকনির্দেশনার উৎস। এক্ষেত্রে তিনি যা আদেশ করেছেন তাঁর প্রেরিত নবীগণ ত-ই মেনে নিয়েছেন। তাঁদের অনুসারী দাঈগণও তাঁরই অনুকরণ করেছেন। তাঁদের দাওয়াতের এ ঐশী ও রব্বানী উৎস সম্পর্কে আল কুরআনে একাধিক আয়াতে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

"এমনিভাবে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন।" (সূরা ৪২ শূরা ৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"বস্তুত আমি একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি। যাতে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।" (সূরা ৪; নিসা ৬৪)

২. ইসলামই ছিল তাদের দাওয়াতের বিষয়

যুগে যুগে তাঁরা বিভিন্ন সমাজ বা জনগোষ্ঠীতে দাওয়াতী কাজ করলেও সকলের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল দীন ইসলাম। যেমন আল কুরআনে হযরত নূহ (আ)-এর বক্তব্য বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলতেন,

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

"আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে, আমি যেন মুসলিমদের আওতাভুক্ত হই।" (সূরা ১০; ইউনূস ৭২)

হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) বলেছিলেন,

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার জন্য মুসলমান হিসেবে বানিয়ে দিন।" (সূরা ২; বাকারা ১২৮)

হযরত ইয়াকুব (আ)– যার অপর নাম ইসরাঈল, তিনি তাঁর সন্তানদের বলেছিলেন,

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনই মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা ২; বাকারা ১৩২)

আর সার্বিকভাবে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দীন হলো ইসলাম।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৯)

৩. আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনায় ঐক্য

সকল নবী (আ)-এর দাওয়াতের আকীদার মৌলিক বিষয়গুলো একই ছিল। সেগুলো হলো– তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত।

ক. তাওহীদ : সকল নবী (আ)-ই আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিয়েছে। সকলেরই কথা ছিল আল্লাহ এক, অমুখাপেক্ষী, সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্বের অধিকারী ও আইনদাতা। তাঁকে জন্ম দেওয়া হয়নি, তিনি কোনো সন্তান জন্ম দেননি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। সাইয়িদ কুতুব (র) বলেন,

فَالتَّوْحِيْدُ هُوَ قَاعِدَةُ الْعَقِيْدَةِ مُنْذُ أَنْ بَعَثَ الرُّسُلَ لِلنَّاسِ وَلَاتَبْدِيْلَ وَلَا تَحْوِيْلَ وَلَا مَجَالَ لِلشِّرْكِ فِي الْأُلُوْهِيَّةِ وَلَا فِي الْأُلُوْهِيَّةِ. قَاعِدَةٌ ثَابِتَةٌ ثُبُوْتَ النَّوَامِيْسِ الْكَوْنِيَّةِ مُتَّصِلَةٌ بِهٰذِهِ النَّوَامِيْسِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِّنْهَا-

"মানবজাতির উদ্দেশে যখন থেকে আল্লাহ তাআলা রাসূল পাঠাচ্ছেন তখন থেকে তাওহীদ হলো আকীদার ভিত্তি– এর কোনো বিকল্প নেই, পরিবর্তন নেই। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে শিরক (অংশীদার) করার কোনো অবকাশ নেই। এটা সৃষ্টিজগতের নিয়ম-কানুনের মতোই প্রতিষ্ঠিত এক ভিত্তিমূল। সৃষ্টিজগতের নিয়মসমূহের সাথে সম্পৃক্ত এবং এ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহেরই অন্যতম।"১৯৭[১]

---

১. *সাইয়িদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, ৪র্থ খ., পৃ. ২৩৭৪।*